দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 26 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

82
Report

অধ্যক্ষের দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় বাউফল কলেজের ৩৩ শিক্ষককে শো-কজ

বরিশাল ব্যুরো : পটুয়াখালীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও বাউফল ডিগ্রী কলেজের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মোঃ রবিউল হক ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নানা অন্যায়-অনিয়মের প্রতিবাদকারী ৩৩ শিক্ষককে কৈফিয়ত তলব করেছেন। বাউফল ডিগ্রী কলেজের প্রিন্সিপালের অবৈধ নিয়োগ, প্রতিষ্ঠানটির তহবিল ছাড়াও সরকারী অর্থ আত্মসাৎ, দুর্নীতি ও অসদাচরণের অভিযোগ করায় ঐ কলেজের ৩৩ জন শিক্ষককে এ শো-কজ নোটিশ প্রদান করা হয়েছে বলে জানা গেছে। অভিযুক্ত অধ্যক্ষ এ টি এম আবদুল লতিফের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো অভিযোগকারী ৩৩ শিক্ষককে শো-কজ নোটিশের এ চাঞ্চল্যকর ঘটনায় শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক মহলে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

জানাগেছে, বাউফল কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ সরকারী বিধি উপেক্ষা করে বিগত জোট সরকারের আমলে অবৈধ পন্থায় নিয়োগ লাভ করেন। অভিযোগ রয়েছে, এ টি এম আবদুল লতিফের সরকারী বিধি মোতাবেক অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে শিক্ষা অধিদপ্তর তাকে এমপিওভুক্তি না করার চিঠি দিয়েছে প্রায় ১৫ মাস পূর্বে। এ ছাড়াও তিনি পদত্যাগকৃত পদের সরকারী বেতন ভাতাও বে-আইনী প্রক্রিয়ায় উত্তোলন করে নিয়েছেন। এছাড়াও তার বিরুদ্ধে কলেজের তহবিল তছরুফ, অনিয়ম, দুর্নীতি, শিক্ষক-কর্মচারীদের সাথে অশালীন আচরণসহ অশিক্ষক সুলভ আচরণেরও অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগের প্রতিকারসহ এটিএম আবদুল লতিফকে অপসারণের দাবীতে গত ১২ নভেম্বর ৩৩ জন শিক্ষক পটুয়াখালীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও বাউফল কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতির কাছে একটি আবেদন করেন। এডিসি মোঃ রবিউল হক এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আবেদনপত্র জমা দিতে যাওয়া শিক্ষকদের সাথে চরম দুর্ব্যবহার করেন। এমনকি আবেদনপত্র ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে শিক্ষকদেরকে দেখে নেবার হুমকি প্রদান করেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এরই ফলশ্রুতিতে গত ১৯ জানুয়ারী অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বাউফল কলেজের ৩৩ জন শিক্ষককে শোকজ নোটিশ প্রদান করেছেন। জানাগেছে, শোকজ নোটিশে ঠুনকো যুক্তি দেয়া হয়েছে যে, সভাপতিকে দেয়া অভিযোগ পত্রের অনুলিপি অন্যদেরকে দিয়ে কলেজের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ঐ অভিযোগপত্রটির অনুলিপি পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রশাসনকে সহায়তা দানকারী পটুয়াখালীর আর্মি ক্যাম্পের অধিনায়ককেও প্রদান করা হয়েছে।